13 APR 2017

যুগান্তর

কওমি সনদের স্বীকৃতি নিয়ে জাসদ-সিপিবির প্রতিক্রিয়া

যুগান্তর রিপোর্ট

সুপ্রিমকোর্ট প্রাঙ্গণ থেকে ভাস্কর্য সরানো এবং কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সনদকে স্নাতকোত্তর মর্যাদা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় আপত্তি জানিয়েছে সরকারের শরিক দল জাসদ এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ও ছাত্র ইউনিয়ন। বুধবার পৃথক বিবৃতি ও সংবাদ সম্মেলনে তারা ওই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া জানায়।

জাসদ : জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু ও সাধারণ সম্পাদক শিরীন আখতার বিবৃতিতে 'তেঁতুল হুজুরগোষ্ঠী'র বিরুদ্ধে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। দলটির বিবৃতিতে বলা হয়, "তেঁতুল হুজুরগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অবস্থান শুধু সুপ্রিমকোর্ট প্রাঙ্গণে ভাস্কর্য স্থাপনের বিরোধীই নয়, এই 'তেঁতুল হুজুরগোষ্ঠী' বাংলাদেশের স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলন, সব গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনবিরোধী অন্ধকারের শক্তি।' তাদের 'তালেবান, আইএস, আল কায়দার বাংলাদেশি সংস্করণ' আখ্যায়িত করে বিবৃতিতে বলা হয়, 'তেঁতুল হুজুরগোষ্ঠীকে সামান্য ছাড় দেয়া হলে তারা আবারও বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সংবিধানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।' মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠককারী হেফাজতে ইসলামের আমীর শাহ আহমদ শফীকে উদ্দেশ করে এটি বলা হয়। ওই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সনদে স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সমান স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণা দেন। পাশাপাশি সুপ্রিমকোর্ট থেকে ভাস্কর্য অপসারণে পদক্ষেপ নেয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন।

সিপিবি : বুধবার সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আবু জাফর আহমেদ বিবৃতিতে বলেন, এসব পশ্চাদমুখী পদক্ষেপ শুধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনাধারা থেকে পদস্খলনই নয়, তা অনেক ক্ষেত্রে পাকিস্তানি আমলের সাম্প্রদায়িক পশ্চাৎপদতাকেও ছাড়িয়ে গেছে। সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ ও তার সঙ্গে মিতালী স্থাপনের যে নীতি সরকার অনুসরণ করছে, একদিকে তা যেমন মুক্তিযুদ্ধের অবশিষ্ট অর্জনগুলোকে বিনষ্ট করবে, সঙ্গে সঙ্গে তা হবে চরম আত্মঘাতী। এ ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক পথ দেশে জঙ্গিবাদের শক্তির বিকাশ ও বিস্তারের ক্ষেত্রে তৈরি করে দেবে।

ছাত্র ইউনিয়ন : বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক অন্ধকারে নিমজ্জিতকরণের চক্রান্ত চলছে বলে মনে করছে ছাত্র ইউনিয়ন। দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিযোগ করেন ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা। সম্মেলন থেকে পহেলা বৈশাখ উদযাপনে হেফাজতে ইসলামের বাধা প্রদান, মঙ্গল শোভাযাত্রা বাতিলের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর কওমি মাদ্রাসাকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সনদের স্বীকৃতি দেয়া ও হাইকোর্টের সামনে ন্যায়বিচারের প্রতীক ভাস্কর্য অপসারণের বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জিএম জিলানী শুভ্র সভাপতিত্বে সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক লিটন নন্দী। উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি সুমন সেনগুপ্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি তুহিন কান্তি দাস, কোষাধ্যক্ষ কাজী রীতা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পাদক রনিয়া সুলতানা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি মশিউর সজীব প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রীর প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ নির্বাহীর পদে থেকে হেফাজতের ভাস্কর্য অপসারণের দাবিকে সমর্থন প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী এবং সংবিধানের মৌল চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তিনি কোনোভাবেই প্রধানমন্ত্রীর পদে থেকে এ বক্তব্য দিতে পারেন না। এ সময় এ বক্তব্যে নিন্দা জানিয়ে সংগঠনটি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানায়।